মাকে তালাবন্ধ করে রেখে বেড়াতে গেল মেয়ে-জামাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর আবারো এক অমানবিক ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে থাকলো। দুর্গাপুর থানা এলাকার ইস্পাত নগরী বি জোন বিদ্যাপতি রোডের বাসিন্দা ৫৫ বছরের রোগগ্রস্ত দেবযানী কুমারীকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে মঙ্গলবার ৫দিন আসানসোলে ঘুরতে যান দেবযানী দেবীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা কুমারী ও জামাতা বিজয় বানওয়াল। ছটপুজো উপলক্ষ্যে প্রিয়াঙ্কা কুমারী এবং তার স্বামী বিজয় বেড়াতে যান আসানসোলে গত ২৬ অক্টোবর। আর সেইদিন থেকেই শীর্ণকায়, রোগজর্জরিত দেবযানী দেবী উপবাসী। তিনি তালাবন্ধ ঘরে সেই দিন থেকেই খিদের জ্বালা সহ্য করে বসে আছেন একটি কাঠের তক্তাপোষে। মঙ্গলবার আর সহ্য হয়নি ক্ষুধার জ্বালা। তাই জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রতিবেশিকে জানাই কিছু খাবার দেওয়ার কথা। এরপরেই জানাজানি হয় যে, দেবযানী দেবী কিভাবে আছেন ২৬ তারিখ থেকে। প্রতিবেশীরা ফোন করে ডাকেন দেবযানী দেবীর মেয়ে ও জামাইকে। ঘটনাস্থলে আসে বি জোন ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে আসানসোলে নিজের আত্মীয়দের কাছে ছট পুজো করতে গিয়েছিলেন বলে জানান। এরপরেই উত্তেজিত জনতা পেটায় দেবযানী দেবীর মেয়ে ও জামাইকে। ঘটনাস্থলে আসে বি জোন ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে প্রিয়াংকা এবং বিজয়কে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এবং দেবযানী দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় মহকুমা হাসপাতালে। দেবযানী দেবীর স্বামী চাকরি করতেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায়। ১৯৯৭ সালে দেবযানী কুমারীর স্বামী শিশির চন্দ্র কুমার চাকরিরত অবস্থায় মারা গেলে তাদের একমাত্র কন্যা প্রিয়াঙ্কা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় মৃতের পোষ্য হিসাবে চাকরি পান আজ থেকে ৬ বছর আগে। আর ৫ বছর আগে প্রিয়াঙ্কা তার প্রেমিক বিজয় বানওয়ালকে বিবাহ করে। সেই থেকে প্রিয়াঙ্কার কাছেই থাকে তার সহায়সম্বলহীনা মা। অভিযোগ, প্রিয়াঙ্কা এবং তার স্বামী দেবযানী দেবীকে মারধর করতো। অথচ বাবার চাকরি পাওয়ার পরে প্রিয়াঙ্কার মাকে পুনদেখভালের দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ কেমন সন্তান? অসহায় মা জানালো, আমার জামাই এবং মেয়ে দুজনেই আমার উপর অত্যাচার করে। আমি খেতে চাইলে বিরক্ত হয়। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙতে দেখে প্রিয়াঙ্কা বলে ওঠে, আমার মা মানসিক ভারসাম্যহীন। তাই উল্টো-পাল্টা বকছে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বাবার চাকরি পাওয়া প্রিয়াঙ্কা অতি অহংকারী। পাড়ার কারোর সাথে সে কথাও বলে না। একসময় কুমার পরিবারের গৃহকর্তী দেবযানী দেবীর আজকের এই অবস্থা দেখে অনেকেই প্রবাদ আওড়ালেন, যার সিল, যার নোড়া/তারই ভাঙে দাঁতের গোড়া। এলাকার লোকের দাবি, চাকরি কেড়ে নেওয়া হোক প্রিয়াঙ্কার। তার মাকে রেখে দেওয়া হোক ভালো বৃদ্ধাশ্রমে।

প্রাক্তন বিধায়কের পুকুর বোজানো চললেও নির্বিকার প্রশাসন, ক্ষোভ দেবশালা গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পুকুর পাড় দখল আর পুকুর একটু একটু করে বোজানো চলছে নয় বছর পূর্ব থেকেই। ২০০৮ সালে কংগ্রেস আমলের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক (১৯৬২) মনোরঞ্জন বক্সী নিজে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিডিওকে। প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক লিখিত অভিযোগে জানিয়েছিলেন তাদের দোকান গোড়ে নামে পুকুর ভরাট করে বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন এক ব্যক্তি। প্রাক্তন বিধায়ক প্রশাসনের কাছে পুকুর ভরাট বন্ধ করে পুকুর পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। বাম আমলে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়কের আবেদনে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ দেবশালা গ্রামের বেশ কিছু বাসিন্দার। প্রয়াত হন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক। কিন্তু অভিযোগ, বেআইনিভাবে পুকুরের পাড় দখল এবং ভরাট করার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। প্রয়াত প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের পুত্র ধ্রুবজ্যোতি বক্সী পুকুর পাড় দখল আর ভরাটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ, বারবার আবেদন করার পরেও প্রশাসন নির্বিকার। মাছ চাষের পুকুর আজ প্লাস্টিক আর আবর্জনায় ভর্তি। ব্লক প্রশাসনের সাফ জবাব তারা মৎস্যদপ্তরকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের আর কিছু করার নাই। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুকুর ভরাট হলেও পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসন নির্বিকার। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের পুত্র ধ্রুবজ্যোতি বক্সী অভিযোগ করেন, তাদের দোকান গোড়ে নামে একটি পুকুর রয়েছে। তারা ছাড়াও বেশ কিছু শরিক রয়েছেন এই পুকুরের। পুকুর পাড় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে নিয়ে বসবাস শুরু করেছেন কিছু ব্যক্তি। অভিযোগ, বাম আমলে ভোটের লোভে অন্যের পুকুর পাড়ে জোর করে বসিয়ে (দখল) দেওয়া হয়। ধ্রুবজ্যোতি বক্সীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য প্রশাসনের চোখের সামনেই মাছ চাষের পুকুরে প্লাস্টিক, মাটি আর আবর্জনা ফেলে বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুকুর। বারবার আবেদনে পঞ্চায়েত কোন গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়কের পুত্রের। গ্রাম কমিটির কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয় পুকুর ভরাট এবং দখলের বিরুদ্ধে। কিন্তু গ্রাম কমিটি লিখিতভাবে সাফ জানিয়ে দেয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখছে তাই তারা এ বিষয়ে কোন মতামত দেবে না। দেবশালা গ্রামের বেশ কিছু বাসিন্দার অভিযোগ, ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখতে বাম আমলের পথেই হাঁটছে এলাকার তৃণমূল নেতারা। অভিযোগ একের পর এক জলাশয় ভরাট হলেও পঞ্চায়েত চুপ করেই নির্বিকার থাকছে। দেবশালা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বক্সী ফোন রিসিভ করেন নি তাই তার মতামত পাওয়া যায়নি। আউশগ্রাম ২ নং ব্লকের বিডিও সুরজিত ভর বলেন, তারা রিপোর্ট দিয়েছেন মৎস্য দপ্তরকে এবং এর বেশি কিছু করার নাই তাদের। তবে বিডিও জানান, বেআইনিভাবে দখল হয়েছে পুকুর পাড়।

জেলাপরিষদ আসনে প্রার্থী খুঁজতে হিমসিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কাঁকসার জেলা পরিষদ প্রার্থী খুঁজতে হিমসিম খাচ্ছে শাসকদল। অবশ্য এই কথা অস্বীকার করেছেন জেলা নেতৃত্ব। প্রশাসন সূত্রে খবর কাঁকসার জেলা পরিষদের দুটি আসনই এবার সংরক্ষণের আওতায় পড়ে যাবার দরুণ চরম সমস্যায় পড়েছে শাসকদল। দলের জেলাস্তরের এক নেতার সূত্রে জানা গিয়েছে, শিক্ষিত তথা রাজনৈতিক মুখ খুঁজতে হিমসিম খেতে হচ্ছে দলকে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে সম্ভবত দুটি আসনেই তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হচ্ছে। একটি আসন তপশিলি মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত হচ্ছে আর একটি আসন তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। কাঁকসা ব্লকে দুটি জেলা পরিষদ আসন। একটি জেলা পরিষদ আসন গোপালপুর মলানদিঘি, বনকাটি এবং বিদবিহার পঞ্চায়েত নিয়ে। এই জেলা পরিষদ আসনে এখন সদস্য আছেন দেবদাস বক্সী। তিনি পশ্চিম বর্ধমানের জেলা পরিষদের একজন কর্মাধ্যক্ষ। অন্য আসনটি কাঁকসা, আমলাজোড়া, ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েত নিয়ে। এই আসনে সদস্য রয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাপরিষদের উপাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের এক জেলা নেতা সূত্রে খবর, দুঁদে রাজনীতিবিদ চাইছেন রাজ্য নেতারা। কাঁকসা ব্লক বৃহত্তর দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ বলেই মনে করছেন তৃণমূলের রাজ্য নেতারা। শিল্পের সাথে সাথে ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। তাই আগামী দিনে পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেবে কাঁকসা ব্লক। দুর্গাপুর শহরে আর জমি নাই তাই এখন নতুন শিল্পাঞ্চল এবং ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তুলতে কাঁকসা ব্লকই ভরসা সরকারের। এই মুহূর্তে কাঁকসা তাই পাখীর চোখ তৃণমূল নেতাদের কাছে। কিন্তু সংরক্ষণের গেঁড়োয় সব মাটি হতে চলেছে বলেই জানাচ্ছেন এই জেলা নেতা। তপশিলি মহিলা প্রার্থী যিনি কাঁকসা শিল্পাঞ্চলের হার্টবিট বুঝে কাজ করবেন এবং লোকসভা নির্বাচনে দলকে বিশেষ সুবিধানজক জায়গায় নিয়ে যাবেন এমন প্রার্থী এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছেন না তৃণমূল জেলা নেতারা। তবে এখন থেকেই বেশ কিছু ব্লক নেতা তপশিলি জাতির নিজ নিজ অনুগামীকে প্রার্থী করার জন্য লবিবাজী করতে শুরু করে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। দুর্গাপুর পূর্ব আসনে হার শাসকদলের কাছে একটি বড় আঘাত ছিল। আর আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হার নয় জেতাই লক্ষ্য শাসকদলের। তাই একজন যোগ্য প্রার্থীর জন্য হন্যে হয়ে খোঁজ শুরু করে দিয়েছে শাসকদল। কিন্তু মিলছে না সেই যোগ্য দুই প্রার্থী বলে সূত্রের খবর। তবে দুর্গাপুর জেলা শিল্পাঞ্চল তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, সংবাদ মাধ্যমকে রসালো গল্প যোগানোর দায় তার নেই।

মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় খোলেনি কারখানা, রাস্তায় বসলেন শ্রমিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের অঙ্গদপুর শিল্পতালুকের হ্যানিমেন সরণীতে ভাস্কর শ্রাচী নামক একটি বেসরকারি কারখানার বিদ্যুৎ-এর বিল বকেয়া থাকায় রাজ্য সরকারের তাপবিদ্যুৎ কারখানা দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড বা ডিপিএল-এর পক্ষ থেকে চলতি বছরের আগস্ট মাসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরে কারখানা বন্ধ করে দেয় মালিক পক্ষ। দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকার অঙ্গণপুর শিল্পতালুকে বেসরকারি ভাস্কর শ্রাচী এল্যয়েস নামক লৌহইস্পাত কারখানা প্রায় একদশক আগে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই কারখানা চলতি বছরে তাদের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া বিপুল টাকা রাজ্যসরকারের তাপবিদ্যুৎ সংস্থা ডিপিএলকে না মেটানোর কারণে আগস্ট মাসে ডিপিএল ওই কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে গত ১১ আগস্ট এই কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। এই কারখানায় প্রায় ৮০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। এরপরে শাসকদলের শ্রমিকসংগঠনের চেষ্টায় নবান্নতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, বকেয়া বিল মিটিয়ে অবিলম্বে কারখানা ফের খোলা হবে এবং যতদিন পর্যন্ত না কারখানা খোলা হচ্ছে ততদিন শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হবে। কিন্তু মঙ্গলবার তিন মাস পরে কারখানা খোলা হয়নি এবং কারখানার মালিকপক্ষের নিজস্ব ১২০ জন কর্মী ছাড়া আর কোন শ্রমিককে তাদের বেতন দেওয়া হয়নি বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মঙ্গলবার অঙ্গদপুর শিল্পতালুকের মূল রাস্তায় বসে পড়েন কারখানা খোলার দাবিতে। এর ফলে অন্যান্য কারখানার বহু কাঁচামাল এবং কারখানা থেকে উৎপাদিত সামগ্রী বোঝাই বহু গাড়ি আটকে থাকে। ঘটনাস্থলে কোকওভেন থানার পুলিশ গেলে আন্দোলনরত শ্রমিকরা স্পষ্ট জানায় কারখানা কবে খোলা হবে এবং তাদের বকেয়া বেতন কবে দেওয়া হবে তা না জানানো পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

মেমারিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর্মীদের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মঙ্গলবার মেমারি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে মেমারির স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে একটি প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হল। মেমারি অডিটোরিয়াম হলে কর্মীদের নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নার্গিস বেগম, মেমারি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অজিত মুদি, বিডিও বিপুল কুমার মন্ডল, জয়েন্ট বিডিও উজ্জ্বল সর্দার, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন ভট্টাচার্য, আনন্দ ব্যানার্জী, সমীরণ মজুমদার প্রমুখ। জানা গিয়েছে যে, পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকে ডেঙ্গু আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ধমান শহরে, কালনা মহকুমা, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকে কাটোয়া ও মঙ্গলকোটে ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। ইতিমধ্যে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আক্রান্তদের চিকিৎসা চলছে। প্রতিদিন অজানা রোগে অনেকেই ভর্তি হচ্ছে নৈশ হাসপাতালে। কাটোয়া পুরসভা এলাকাতেও ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর মিলেছে ইতিমধ্যে। মেমারিতে এই সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে বলে জানা গিয়েছে। তাই এদিন মেমারি অডিটোরিয়াম হলে স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে একটি প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উদ্যোগে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার জন্য মঙ্গলকোটে, কাটোয়া, কালনা, মেমারি প্রভৃতি অঞ্চলে স্প্রে-এর কাজ চলছে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী এবং আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান এবং সচেতনতা গড়ার কাজ করে যাচ্ছেন বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর মিলেছে। কাটোয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক কবিতা শাসমল জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যে তারা গ্রামে গ্রামে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরণের প্রচার অভিযান করছেন। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক রাঙ্গা চৌধুরী জানিয়েছে যে, এলাকাতেও রক্ত পরীক্ষা করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে তাদের ব্লকে ৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন আরও অনেকেই অজানা জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বিডিও হোসেন চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, এত আতঙ্কের কারণ নেই ইতিমধ্যে যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত তাদের সমস্ত রকম সহযোগিতা নিয়ে চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করে চলছেন।

ডেঙ্গু রোধে চলছে ব্লিচিং ছড়ানো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ লোয়া রামগোপালপুর পঞ্চায়েতে অবশেষে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা নিধনের জন্য ব্লিচিং আর চুন ছড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে নালা সহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়ানো শুরু হয়েছে ব্লিচিং আর চুন। তবে বেশ কিছু বাসিন্দার অভিযোগ, পছন্দমতো এলাকায় ব্লিচিং ছড়ানো হচ্ছে সমস্ত এলাকায় ছড়ানো হচ্ছে না। পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত, গলসি ১নং ব্লকেইতিমধ্যেই শিশু এবং যুবকের ডেঙ্গু হয়েছে। এই পঞ্চায়েতের রাইপুরে এক বছর আটেকের শিশুর ডেঙ্গু ধরা পড়ে। আটপাড়া গ্রামে এক যুবকের ডেঙ্গু ধরা পড়ে। অবশ্য আটপাড়ার যুবক গুজরাটের সুরাটে কাজ করতে গিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা নিয়ে যাওয়া হয় রাইপুর গ্রামের জ্বর আক্রান্ত বেশ কিছু বাসিন্দার। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, পঞ্চায়েত মশা নিধনে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দেওয়া ব্লিচিং পঞ্চায়েত দপ্তরে এসে পড়ে থাকলেও কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না পঞ্চায়েত বলে অভিযোগ ছিল শাসকদলের একাংশের। পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম বলেন, লোয়া রামগোপালপুর পঞ্চায়েত স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে মাত্র ৪০ কেজি ব্লিচিং পেয়েছে আর চুন পেয়েছে। চুনের সাথে ব্লিচিং মিশিয়ে ছড়ানো হচ্ছে সমস্ত এলাকায় বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম। অবশ্য শাসকদলের একাংশের অভিযোগ, নিকাশি নালা এবং এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার না করেই ছড়ানো হচ্ছে ব্লিচিং এবং চুন। অভিযোগ পছন্দের এলাকা ছাড়া ব্লিচিং আর চুন ছড়ানো হচ্ছে না। পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মিথ্যা অভিযোগ।

মৎস্যচাষীদের নিয়ে কর্মশালা

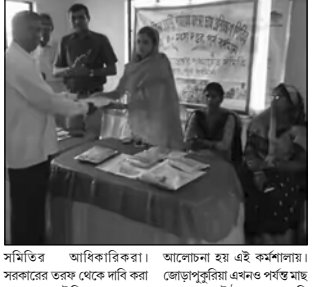

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মন্তেশ্বর ব্লকের মৎস্যচাষীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল কুসুমগ্রাম কিষাণ মান্ডি হলে। উপস্থিত ছিলেন, মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ওপরানা ইয়াসমিন-সহ সভাপতি স্বপন ঘোষ, পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ তড়িৎকান্তি রায়, পঞ্চায়েত প্রধান মোঃ আজিজুল হক প্রমুখ। মন্তেশ্বর ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট তিন শতাধিক মৎস্যজীবী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিল। মাছ চাষ প্রকল্পে আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন মৎস্য বিশেষজ্ঞরা। সারাদিন ধরে এই কর্মশালায় মৎস্যজীবীদের নানান ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত মৎস্য আধিকারিকরা। শিবিরে প্রশিক্ষণরত মৎস্যচাষীদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্ট আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকরা। সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৎস্যচাষীদের জন্য একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে সে সমস্ত প্রকল্পের সফলতা নিয়েও আলোচনা হয় এই কর্মশালায়। জোড়াপুকুরিয়া এখনও পর্যন্ত মাছ চাষ করে উঠতে পারেননি সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে মৎস্য দফতরের আধিকারিকদের তরফ থেকে।

ডাঃ মালবিকা মাইতি এম.বি.বি.এস (অনার্স) ডি.পি.এম; এম.ডি (পেডিয়াট্রিক্স)
নবজাতক ও শিশু বিশেষজ্ঞ এবং নার্ভ, ব্রেন ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ
যুক্ত ঃ- কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
চেম্বার
অঙ্গিরা ভবন (কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের কাছে)
রবি ও সোমবার - বিকেল ৪টা থেকে ৮টা 9432886465
সোম-মঙ্গলবার - সকাল ৮টা থেকে ১১টা 9433361645
বিজয় মেডিক্যাল (কামারপুকুর চটী) 9153073319 / 9734762614
পাটপুর মেডিক্যাল সেন্টার 9932341024
(পাটপুর, বাসস্ট্যান্ড) রবিবার ১১টা থেকে ১টা
এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222